দর্শনায় ফেনসিডিলসহ ২ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মাহাব্বুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে গতকাল রবিবার সকাল ০৭:৪০ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এস আই সাইফুল ইসলাম এবং এএসআই মহিউদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামের গালার মাঠের রাহেদের সেগুন বাগানের সামনে ৩০০ (তিনশত) বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

আসামিরা হলো (০১) মোঃ উজ্জ্বল (৩০), পিতাঃ মোঃ আবুল ফজল, আসামি- (০২) মোঃ শামিম (২৭), পিতাঃ মোঃ বদর উদ্দীন, আসামি দুইজন একই ঝাঁঝাঁডাঙ্গা গ্রামের মাঝ পাড়ার বাসিন্দা ।

পুলিশ জানায় গ্রেপ্তারকৃত ২জন আসামির বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই জন আটক

মেহেরপুরে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই জনকে আটক করেছে মেহেরপুর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে দুজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের তল্লাশি করে দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মিনা খাতুন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার খারারা গ্রামের লিটন পারমানিকের স্ত্রী এবং বিপ্লব হোসেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা

বেদবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পাওয়ার ট্রলী ও মটরসাইকেলের সংঘর্ষে মটরসাইকেল চালক সুজন (২০) নামে ১ জন নিহত অপর আরোহি সাহেব আহত হয়েছে।

নিহত সুজন ইসলাম (২০) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার আটকবর জগন্নাথপুর গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে সে ইনতেফা বিষ কোম্পানিতে চাকুরি করত। রবিবার রাত ৯ টার দিকে শিবপুর গলাকাটা মোড় হতে টেংরামারি সুটিং মোড়ের মাঝামাঝি স্হানে রাস্তার উপর দূরঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে টেংরামারি সুটিং মোড় হতে পাওয়ার ট্রলি ও মটরসাইকেল চালক সুজন শিবপুর গলাকাটা মোড়ের দিকে আসছিল এ সময় মটরসাইকেল চালক পাওয়ার ট্রলিকে ক্রস করতে গেলে পাওয়ার ট্রলির সামনের চাকার একসেল কেটে মটরসাইকেলকে আঘাত করলে মটরসাইকেল সহ চালক রাস্তার উপর আছড়ে পড়ে এ সময় পাওয়ার ট্রলির চালক পালিয়ে যায় কিছু ক্ষণ পরে কিছু লোক ঐ পথে আসার সময় দেখে একজন মরে পড়ে আছে ওপর জন আহত হয়ে কাতরাচ্ছে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশ কে খবর দেয় এবং আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত)শরিফুল ইসলাম জানান আমরা খবর পেয়ে ঘটনা স্হলে যায় এবং লাশ সহ মটরসাইকেল ও পাওয়ারট্রলি হেফাজতে নিয় এবং বিভিন্ন ভাবে খবর নিয়ে নিহত ও আহতের নাম ঠিকানা জানতে পারি এবং তদন্ত করে জানতে পারাযায় এটি একটি দু:খ জনক সড়ক দূরঘটনা। এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ২ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১০ জনের। ফলোআপ ৩ জন।

সূত্রে আরো জানা যায়, এ পর্যন্ত সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৯৮৪ টি, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৯০১ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭১৩ জন, সুস্থ ৬২২ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৫ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২০ (সদরে-০৯, গাংনীতে- ০৪ ও মুজিবনগরে- ০৭) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- আব্দুল গফুর (৮৪) গাড়াডোব, বরুণ বিশ্বাস (৫৫) বল্লুবপুর।

কোটচাঁদপুরে ১১দিনের ব্যবধানে প্রাণ গেল দুই প্রসূতি মায়ের

মাকে খুঁজে ফিরছেন দুই নবজাতক। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের ভুলে ১১ দিনের ব্যবধানে প্রাণ যায় দুই প্রসূতি মায়ের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো তিন পরিবার। এদিকে মায়ের দুধ ও আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত দুই নবজাতকের কান্না থামছে না। দুই প্রসূতি মায়ের রেখে যাওয়া শিশু সন্তান আয়েশা ও ইব্রাহিম খুঁজে ফিরছেন তাদের মায়ের । এরপরও সেই ডাক্তার বহাল তবিয়তে কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করলেও দেখার কেউ নাই।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে অবাঞ্চিত করলো গ্রামবাসী, বহিস্কারের দাবি

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ চার শিক্ষক-কর্মচারীকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করেছে গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। আবুল কালাম আজাদ মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
রবিবার সকালে স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে গ্রামবাসী এ ঘোষনা দেয়। বাকি তিন জন হলেন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী সহকারি শিক্ষক নারগিস খাতুন, ভাগ্নে আঁখিতারা ও ভাতিজা আবু সাইদ।

অভিবাবক হাবিবুর রহমান খোকনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন পরিচালনা করেন বারাদি ইউনিয়ন যুব লীগের সভাপতি সাইদ ইকবাল রিংকু। মানববন্ধনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, মুক্তিযোদ্ধাসহ দুই শতাধিক এলাকাবাসী অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে বিএপি-জামায়াতের ক্যাডার, দুনীর্তিবাজ, খুনি আখ্যায়িত করে তার বিচার ও স্কুল থেকে বহিস্কারের দাবি তোলেন এবং যতদিন না তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হবে ততদিন আন্দোলন চলতে থাকবে বলে হুশিয়াড়ি দেন।
হাবিবুর রহমান লিখন বলেন, বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে আমার মামাত ভাইকে অন্যস্কুলে ভর্তি করায়। যে কারণে এই বিদ্যালয় থেকে টিসি (বদলি সনদ) চেয়ে আবেদন করি। কিন্তু ১১ মাস পার হলেও তিনি টিসি দেননি। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার , উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে বলেও কাজ হয়নি। তাই আজ আমরা স্কুলে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করছি। তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষককে বহিস্কার না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। তিনি আরো জানান, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, তাঁর স্ত্রী সহকারি শিক্ষক নারগিস খাতুন, ভাগ্নে গ্রন্থাগারিক আঁখিতারা ও ভাতজিা দপ্তরি আবু সাইদকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করছি। আজিজজুল হক বলেন, এসসসি পরীক্ষার সময় আমাকে ১১ বিষয়ে ফেল দেখিয়ে বিষয় প্রতি এক হাজার করে ১১ হাজার টাকা দাবি করেন প্রধান শিক্ষক

আবুল কালাম আজাদ। পরে ৭ হাজার টাকা দিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়।

নাজাত হোসেন নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমাকে ৫ বিষয়ে ফেল করিয়ে দিয়ে ৫হাজার টাকা দাবি করেন। পরে দুইশ টাকা কম ৪৮০০ টাকা দিলে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয়। আমরা প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিচার চাই, তাকে বহিস্কার করা হোক।
স্কুল থেকে বিতাড়িত ও জমিদানকারী সহকারি প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান বলেন, স্কুল প্রতিষ্ঠার করার সময় আমার বাবা ৪০ শতক জমি দান করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমি ও আমার স্ত্রী এখানে শিক্ষকতা করি। পরে ২০১৯ সালে এমপিও হওয়ার সময় আমাদের কাছে থেকে আবার টাকা দাবি করেন প্রধান শিক্ষক। তখন টাকা না দেওয়ায় আমাদের এমপিও ভুক্ত করা হয়নি। সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকীর যোগসাজশে প্রধান শিক্ষক এ ধরণের দুর্নিতী করেছেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুস সামাদ বিশ্বাস বলেন, প্রতিষ্ঠার সময় আমার হাত দিয়ে যে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে দু একজন আছেন। কিন্তু এখন অধিকাংশ শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অনিয়ম দুর্নীতি করে। এমনকি আমার স্বাক্ষর জাল করেও একজন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমি এই দুর্নীতি গ্রস্থ প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
১৩ বছর চাকরি করার পর স্কুল থেকে বিতাড়িত অফিস সহকারি আনিছুর রহমান বলেন, বর্তমান সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি ও প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের দুর্নীতির কারণে স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। আমি ওই দুইজনের বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দীন জানান, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের দুর্নীতি বিরুদ্ধে যে শিক্ষকই কথা বলেছেন তাকেই বিতাড়িত করা হয়েছে। একজন হত্যা মামলার আসামি কিভাবে শিক্ষক হয়। দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক বার বার দুর্নীতি করে কিভাবে এ ধরণের দুর্নীতি করে স্কুলে ঠিকে থাকতে পারে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার প্রশ্ন? আমি স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের কাছে প্রধান শিক্ষকের বিচার চাই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে দলিল জালিয়াতি করে সাবেক দুদক কমিশনারের জমি দখলের চেষ্টা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার মৃতঃ হাবিবুর রহমানের ওয়ারেশগনসহ তার পরিবারের পৈত্রিক ১১ শতাংশ জমি তারই আপন চাচাত ভাই দলিল জালিয়াতি করে জবর দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃত হাবিবুর রহমান উপজেলার ফুলহরি ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত হোসেন আলীর ছেলে।

এ বিষয়ে সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার মৃতঃ হাবিবুর রহমানের ছোট ভাই জিল্লুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, আমরা ৪ ভাই ২ বোন। আমার বাবা মারা গেছেন। আমার বড় ভাই সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার ছিলেন।

বড় ভাই ও সেঝ ভাই তারাও মারা গেছেন। বাড়িতে আমি আর আমার স্ত্রী বসবাস করি। বাকি অন্যরা সবাই চাকরির সুবাদে বাহিরে থাকেন। তিনি আরও বলেন, আমরা যৌথ পরিবার চাকরির সুবাদে পরিবারের অন্যান্যরাও বাইরে থাকার কারনে গ্রামের জমি- জমা সহ অন্যান্য সব কিছু তারাই দেখাশুনা করতো।

তাদের পরিবারে চাষাবাদ করার মত নিজস্য কোন লোক না থাকায় সমস্ত চাষাবাদ যোগ্য জমি ভাগা-বর্গা দিয়ে খেয়ে আসছেন। এর মাঝে চাঁদপুর ১৩৩ নং মৌজার ১০৭নং খতিয়ান যাহার আর,এস ১০৩৫ নং খতিয়ানের সাবেক ১০৬৯ ও হাল ২০৮৯ নং দাগটিতে পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দোকান ঘর তৈরি করবে বলে ঠিক করেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, তার বাবারা তিন ভাই থাকায় হাল ২০৮৯ নং দাগের ৩২ শতাংশ জমির মধ্যে ৩ অংশের ১ অংশ হিসাবে তার বাবার মৃত্যুর পর এই ১১ শতাংশ জমি আর,এস রেকর্ড মূলে তারা অংশিদার হন এবং দীর্ঘ ১২ বছরের অধিক ভোগ দখল করে আসছেন।

তিনি আরও বলেন,আমি ঐ জমিটিতে একটি দোকানঘর তৈরি করার প্রস্তুুতি নিলে আমার আপন চাচা মৃতঃ রোজদার মন্ডলের ছেলে রবিউল, আশরাফুল, মশিউর রহমান মাষ্টার, আলিউর ও মফিজুল বাদী হয় এবং তারা দাবী করেন, তাদের বোন রোকেয়া খাতুন জমিটি ক্রয় করেছে। জমিটি পৈত্রিক

সুত্রে অভিযোগকারী জিল্লুর রহমানদের ৪ ভাই ও ২ বোনের নামে রেকর্ড হয়।

জিল্লুর রহমান কার কাছ থেকে জমিটি কিনেছে জানতে চাইলে মশিউর রহমান (মাষ্টার) বলেন, জমিটি তার বোন রোকেয়া খাতুন আমার বোন তহমিনা’র কাছ থেকে কিনেছে, তবে দলিল দেখতে চাইলে তারা দেখাননি।

তিনি বলেন ১১ শতাংশ জমি ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে অংশ কাটান হলে আমার বোন তহমিনা পাবে ১ শতাংশ। সে কিভাবে ১১ শতাংশ জমি বিক্রি করে আর ক্রেতারা কিভাবে কেনে এটা তার বোধগম্য নয়।

বিষয়টি নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে তোলপাড় শুরু হলে ক্ষতিয়ে দেখা গেছে, মশিউর মাষ্টারের বোন রোকেয়া বেগম জিল্লুর রহমানের বোন তহমিনার কাছ থেকে একটি রিলিজ বা না দাবী ত্যাগপত্র দলিল করে নিয়েছে। ঐ দলিলে দেখা গেছে মোট ২৬ টি দাগে ৪০ শতাংশ জমি মশিউর মাষ্টারের বোন রোকেয়া বেগম ক্রয় করেছে তহমিনার কাছ থেকে। যার মধ্যে ১৭৩২ ও ৩৬৭৮ নং এই ২ দাগ থেকে ৩৫ শতাংশ জমি ভোগ দখল করে আসছে ক্রেতা রোকেয়া বেগম। কিন্তু নালিশি আর,এস ১০৩৫ খতিয়ানে তাদের দলিলে কোন দাগ নেই।

তবে অভিযোগকারী জিল্লুর রহমান বলেন, দলিলে থাকা ১০৬৯ নং দাগটি নিজ হাতে কাটিয়া নালিশি ২০৭৯ নং দাগটি বসানো হয়েছে যা স্বচোখে ও দলিলের নকল দেখে প্রমানিত হয়েছে।

এ ব্যপারে বাদী পক্ষের দেওয়া ঝিনাইদহ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর পিটিশন কেস তদন্তকারী ফুলহরি ইউনিয়ন ভুমি অফিসের দেওয়া প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বাদীর দলিলটি না দাবী ত্যাগপত্র। দলিলটি যাচায় করে তারা দেখেন আর,এস ২০৭৯ নং দাগটি দলিলে নাই। তবে দলিলে ২০৭৯ নং দাগটি ঘসামাজা করে দলিলে লেখা আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্তদের মধ্যে মশিউর রহমান (মাষ্টার) বলেন, দখলের সুবিধার জন্য জিল্লুর রহমান গংরা তার বোন তহমিনাকে এই জমিটি ভোগ দখলে দিয়েছিলো। তিনি বলেন, তার বোন রোকেয়া খাতুনের কাছে তহমিনা ৪০ শতক জমি বিক্রি করে নিঃশর্তবান হয়।

কুষ্টিয়ায় ক্লিনিক ডায়গনষ্টিকে জরিমানা ও ক্লিনিক বন্ধ

কুষ্টিয়া: চিকিৎসা সেবার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরের পেয়ারতলায় অবস্থিত পদ্মা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সাথে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এসব ক্লিনিক সিলগালা করে দেওয়া হয়।

(ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরী জানান, পেয়ারাতলা এলাকায় পদ্মা ক্লিনিক চিকিৎসা নীতি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। ডিপ্লোমাধারী নার্স ও ডাক্তার ছাড়াই হাসপাতালটি দীর্ঘদিন থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিল। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে সেখানে অস্ত্রোপচার কক্ষসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়া যায়।এছাড়াও হাসপাতালের লাইসেন্স বা কোনও প্রকার রেজিস্ট্রার দেখাতে ব্যর্থ হন উপস্থিত কর্মচারীরা।

তিনি আরও জানান, এসব অনিয়মের দায়ে প্রতিষ্ঠানটি একেবারে সিলগালা করে দেওয়া হয়। এবং ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।